[রহিম স্তব্ধ হয়ে থাকল]

চুপ করি চায়া রলু ক্যান্? খায়া নে। তার পাছে মাথা ঠান্ডা করি শহরে যাওয়ার যে যুক্তি কচ্ছিলু, তারে চিন্তা কর্।

রহিম। [চিড়া নিয়ে খেতে খেতে] ফুলজান কছিল্ হামারগুলার কোনো কসুর নাই, খোদা ক্যানে মাইরবে—মুশকিল আসান হইবে। মুই রাগ করি কইনো—আশমান থাকি ফ্যারিস্তা আসিয়া সন্দেশ মিটাই খোয়াইবে। শ্রীমন্ত, তুইয়ে তো দ্যাখোঁ মোর ফ্যারিস্তা হলুরে।

শ্রীমন্ত। হামরা হিন্দু। দেব-দেবী বাও-বাতাস কত কী মানি। তারা মাইনষের হাতে সব করায়। মাইনষের জন্মের দিন ভাইগ্যে যেমন ন্যাকা হয়, পরে সুখ-দুঃখ সব সেইমতো হয়।

রহিম। [ঈষৎ হেসে] জন্মের দিন হাকিমুদ্দির কপালে ধনদৌলত আর মোর কপালে উপাস ন্যাকে ক্যান্ ক?

শ্রীমন্ত। মুসলমান তো জন্মান্তর মানে না। মইলে কবরে শুতি নিদ যায়। হিন্দুগুলা ফির জন্মায় বলি মানে। আগের জন্মে হাকিমুদ্দির কোন্-বা ভাল্ কাম কচ্ছিল্, তাতে এ জন্মে ধনদৌলত পাইছে।

রহিম। কোন্টা ঠিক, কোন্টা বেঠিক, কমবুদ্ধির মানুষ হামরা বুঝিবারে পারি না। কিন্তুক একটা কথা মনে হয়। দুনিয়ার মালিক যদি এই জন্মে ইন্সাফের বিচার পুরা করি দিল্ হয় তো মানুষ মন্দ কাম কইল্যে না হয়। যেমন আগুনে ইচ্ছায় হাত দ্যাও অনিচ্ছায় হাত দ্যাও হাত পুড়ি যায়, তেমনি মন্দ কামের ফল তড়িৎ তড়িৎ হইলে এ দুনিয়া ভাল্ হইল্ হয়।

শ্রীমন্ত। বুঝাবুঝির কাম কী ভাই। ভগবান যা করায় তায় ভাল্।

রহিম। এতকাল মানুষ তাই মানি আইসছে। কেউ আল্লা কেউ হরি বলি, কেউ নমাজ কেউ পূজা করি, দুনিয়ার মালিকের কাছে মাথা নীচা করি থাইক্ছে। আইজ মাইনষেরও পরীক্ষা আর মালিকেরও পরীক্ষা। কতগুলা শয়তান্ তাক্ মানে না, খালি মুখে তার দোহাই দ্যায় আর কামে যেগুলা কাম খারাপ তায় করিয়া ধনদৌলত লুটিয়া মজা মাইরবার তালে থাকে। বিশ্বাস ধরি থাইক্লে শয়তানগুলার সাথে পাইর্বার নইস্।

শ্রীমন্ত। শয়তানগুলার যখন মরণকাল হইবে, হমাক্ দিয়া তাক্ মারা যদি মালিকের ইচ্ছা হয়, তখন হামার সেই মতো বুদ্ধিও হইবে, গায়েও সেই-মতো জোর হইবে।

রহিম। [হেসে] হইবে? যাই পানি খায়া আসি।

[রহিমুদ্দি কুয়োর পাড়ের দিকে গেল। ফুলজান ও বছির ফিরে এল। শ্রীমন্তকে দেখে ফুলজান ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়াল। বছির জিজ্ঞাসা করল]

CS Scanned with CamScanner

বছির। বাপ্‌জান কোঠে?

শ্রীমন্ত। জল খাবার গেইছে কুয়ার পাড়ে।

[ফুলজান সেই দিকে গেল]

হয়রে বছির! খাওয়া এত জলদি হয়া গেল রে?

বছির। খাবার দ্যায় নাইও।

শ্রীমন্ত। কী কইস্! ক্যানে দিলে না?

বছির। দ্যাওয়ানি তাড়েয়া দিলে।

[উত্তেজিতভাবে রহিম এল। পিছনে দূরে ফুলজান।]

রহিম। শুনছিস্ শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত। শয়তানটা কিসোৎ অমন করে? যায়া শুনি আসি তো।

রহিম। (আর্তনাদ করে) চিড়া খোয়ালু শ্রীমন্ত, মোক বিষ আনি খোয়াও! হায় হায়—ছাওয়ার চিড়াটা মুই বাপ হয়া খায়া ফ্যালাইনো।

শ্রীমন্ত। ছিঃ ছি—থির হয়া খানিক বইসেক্, মুই এলায় আইসোঁ। [শ্রীমন্ত ছুটে চলে গেল। ফুলজান এগিয়ে এসে রহিমের দিকে চেয়ে বলল]

ফুলজান। বছিরকে দেখিয়া দ্যাওয়ানি চিনেছে। তাতে কাছে আসি কইলে, বছির তোর মায়েক কও মোর অন্দরে যায়া খাউক। এইঠে আমাক্ খাবার দিবার হুকুম নাই।

রহিম। হুকুম নাই?

ফুলজান। কইলে যে যাঁয় চৌকিদারি ট্যাক্স দ্যায় তাঁর তো ওঠে খাবার পাবার নয়। সরকার থাকি এইমতো হুকুম হইছে!

রহিম। [দাঁতে দাঁত ঘষে] এইমতো হুকুম হইছে? মুই চৌকিদারি দেই তাতে তুই খাবার পালু না? আচ্ছা—

[ছুটে ঘরে গেল। ফুলজান বছিরকে জড়িয়ে ধরে চোখ মুছতে লাগল। একখানা কাগজহাতে রহিম এসে বলল]

রহিম। ফুলজান ধরি যাও এই কাগজ। দ্যাখাও যায়া হারামজাদাক্। মুই ইয়াতে তোক তাল্লাক্ লেখি দিছি। আর তুই মোর বিবি নইস—

ফুলজান। কী কলু? [ব্যাপারটা যেন সে বুঝতেই পারে নাই]

রহিম। তোক তাল্লাক্ দিছি।

ফুলজান। তাল্লাক!!

রহিম। এখন শয়তানটা খাবার দিবার বাধ্য। চলি যাও, দেরি হয়—

ফুলজান। কী কল্লুরে! হায় হায়রে কী কাম কল্লু?

[মাটিতে বসে কপালে করাঘাত করতে লাগল]

রহিম। খাওয়াবার পারি নাই। কিন্তু মোরে জন্য তোর খাওয়া বন্ধ হচ্ছিল। তাতে তোক্ ফারকত করি দেনো।

CS Scanned with CamScanner

ফুলজান। কোন্‌টা কল্লু। তার চায়া মারি ফ্যালাও—মারি ফ্যালাও।

রহিম। কান্দিস না। কাঁয়ো শুনি যায়া শয়তানকে কইবে—আর অ্যয় মনে মনে হাইসপে্।

ফুলজান। রাগ করি এমন কাম কল্লু।

রহিম। রাগ নয়। অ্যাঁয় যেমন কায়দা করি মাইরবার চায়, মুইও বুদ্ধি করি বাঁইচমো। তুই আর মোর জরু নইস্ —লঙ্গাড়খানায় যা—যেইঠে যা—দুইটা মাস জান বাঁচেয়া রাখ—বছিরেক নিয়া মুই এলায় চলি যামো—উয়াক্ বাঁচামো—

ফুলজান। ছাওয়া ছাড়ি মুই মরি যামো—

রহিম। দুইটা মাস। তোর ছাওয়াল তোরে কোলে থাইক্‌পে। এলায়ো অঁয় রহিমুদ্দির ব্যাটা। উয়ার মান গেইলে মোরও মান যায়। আল্লার কিরা ফুলজান, তোর কোলে তোর ছাওয়াক দিয়া যেটা হয় হইবে।

ফুলজান। [বছিরকে ছেড়ে দিল] ছোট থাকি তোমাক্ বিশ্বাস। ভাইবছেন—তাই যেন্ হয়।

[শ্রীমন্ত ছুটে এল]

শ্রীমন্ত। এই নে। আরও খানিক চিড়া আন্‌ছি—ছাওয়াক্ খোয়াও।

[চিড়া বছিরের খুঁটে ঢেলে দিল]

রহিম। শ্রীমন্ত ফুলজানেক্ তালাক্ দিয়া গেইনো। লঙ্গাড়খানায় যাউক—যেইঠে যাউক—খায়া বাঁচুক। বছিরকে নিয়া মুই যাই শহরে—বাড়ি ঘর দেখিস্—দুইটা মাস্ দুইটা মাস—

[বছির একমনে চিড়া খাচ্ছিল, কোনও খেয়াল নেই। রহিম তাকে নিয়ে চলে গেল। শ্রীমন্ত গেল তার পেছু পেছু। ফুলজান পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। একটু বাদে শ্রীমন্ত এসে বলল]

শ্রীমন্ত। বাজাটা ঘরে তুলি রাখিয়া, জিঞ্জির তুলি দ্যান। মুই একটা ভাল্ তালা আনি দেমো।

ফুলজান। [যেন সহসা জ্ঞান ফিরে পেল] ঘর আর মোর তো নয়। [ধীরে ধীরে চলে গেল। শ্রীমন্ত চোখের জল মুছে দিলরুবাটি তুলে ঘরে গেল।]

Scanned with CamScanner